কোন আলাদা কর্মসূচি নয় ঃ বনশ্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, মারিশদা ঃ ২১ জুলাই কলকাতার কর্মসূচির আগে ব্লকের কোথাও আলাদাভাবে সভা করা চলবে না। তৃণমূল কংগ্রেস, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস ও যুব তৃণমূল কংগ্রেসকে একযোগে প্রচার কর্মসূচি নিতে হবে। আর ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি সফল করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ে যাতে কোনওভাবেই সমস্যায় না পড়েন সেদিকে নজর রাখতে হবে। বৃহস্পতিবার কাঁথি ৩ ব্লক তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে এমনই বার্তা দিয়েছেন উত্তর কাঁথির বিধায়ক বনশ্রী মাইতি। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আগে থেকে বাস আটকে রেখে সাধারণ মানুষকে কোনওভাবেই সমস্যায় ফেলা চলবে না। প্রয়োজনে তাঁরা কলকাতা যাবেন না তা-ও ভালো, কিন্তু সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগে যেন না ফেলেন। স্পষ্ট বার্তা বিধায়কের। গত কয়েক বছরে ২১ জুলাইয়ের আগে থেকেই বিভিন্ন রুট থেকে বাস তুলে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। দুই-তিনদিন আগে থেকেই বাস তুলে নেওয়ায় চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। গত বছর এমনও হয়েছে পুলিশকে জানিয়ে আটকে রাখা বাস উদ্ধার করে পরিবহণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে হয়েছিল জেলা নেতৃত্বকে। কোন এলাকা থেকে কত বেশী লোক যাবে তার অদৃশ্য প্রতিযোগিতার ফলেই বিভিন্ন জায়গায় আগে থেকেই বাস আটকে রাখা হয় গতবার। পাশের জেলা যাতে বাস নিয়ে নিতে না পারে তার জন্য দুই-তিন দিন আগে থেকেই বাস আটকে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এদিনের সভায় সেই সব সমস্যার কথাও তোলেন বিধায়ক। সাধারণ মানুষ কীভাবে দুর্ভোগে পড়েন সেই কথা এদিনের সভায় কর্মী-সমর্থকদের তিনি জানান। বিধায়ক বনশ্রীদেবী জানান, ২১ জুলাইয়ের সভার সমর্থনে প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় একটি করে মিছিল করতে হবে। কোনও জায়গাতেই আলাদা আলাদাভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের নামে কর্মসূচি নেওয়া চলবে না।

এদিনের সভায় ছিলেন, কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি বিকাশ চন্দ্র বেজ, কাঁথি ৩ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি নন্দদুলাল মাইতি, ব্লক মহিলা তৃণমূল সভাপতি মিতারাণী সাউ, জেলাপরিষদ সদস্য চন্দ্রশেখর মন্ডল, ব্লক তৃণমূলের কার্যকরি সভাপতি মাণিকলাল দোলাই প্রমুখ। তবে এই ব্লক এলাকা থেকেই প্রায় কয়েক হাজার কর্মী ২১ জুলাইয়ের সভায় যাবেন বলে আশা করেছেন দলীয় নেতৃত্ব।

বেআইনি বালি তোলায় নদীগর্ভে জমি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ নিয়ম কানুনকে তোয়াক্কা না করে নদী গর্ভ ও পাড় থেকে মেশিন দিয়ে বালি তোলায় চাষের জমি নদী গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে স্থানীয় মানুষজনেরা। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নেট মেশিন দিয়ে বালি তোলার ফলে একদিক যেমন নদীপথ পরিবর্তন হচ্ছে তেমনই নদীর কিনারাবর্তী এলাকায় গভীর গর্ত তৈরি হচ্ছে। তার ফলে গ্রামের মানুষ এবং গবাদি পশুর জীবনহানির পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। আর গ্রামবাসী মহিলারা এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন। তারা বলেছিলেন অবৈধভাবে বালি তোলা যাবে না। নিয়ম মেনে বালি তুলতে হবে। কিন্তু প্রতিবাদী গ্রামের মহিলারা তীব্র আক্রোশের শিকার হয় বালি মাফিয়াদের। বালি খাদানের লোকেরা মহিলাদের টাঙ্গি, লোহার রড দিয়ে মারে। গ্রামের পুরুষরা বাধা দিতে গেলে তাদেরও বেদম মারধর করা হয় বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম থানার ঝাড়গ্রাম ব্লকের বাঁধগোড়া অঞ্চলের পায়রাগুড়ি, শ্যামসুন্দরপুর, খয়েরবনি গ্রামে বালি খাদানের লোকেদের দ্বারা আক্রান্ত হন গ্রামের মহিলারা। এই ঘটনা ঘিরে সারাদিন তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁচেছে গুরগুরিপাল এবং ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। বালি খাদানের লোকেদের হাতে মার খেয়ে গুরুতর আহত হয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি আছেন দুই মহিলা। আরো কয়েক জন আহত হয়েছেন। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এদের টাঙ্গি লোহার রড দিয়ে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রায় এক মাস ধরে বালি খাদানের লোকজন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে গ্রামের লাগোয়া দেফসলী চাষের জমির খুব কাছ থেকে বালি তুলছিল। নেট মেশিন দিয়ে বালি তোলায় নদীর পারে কুড়ি-ত্রিশ ফুট গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে। বর্ষাতে যেভাবে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বালি তোলা হচ্ছে তাতে চাষের জমি সহ গ্রামের বাড়ি, ঘর কংসাবতীতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গত এক মাস ধরে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করে আসছিলেন। কিন্তু অভিযোগ উল্টে বালি খাদানের লোকজন গ্রামবাসীদের পাল্টা হুমকি দিচ্ছিল। এদিন বৃহস্পতিবার বাঁধগোড়া অঞ্চলের শ্যামসুন্দরপুর, খয়েরবনি, পয়রাগুড়ি এলাকার মহিলা, পুরুষেরা শ্যামসুন্দরপুর এলাকার বালি খাদান থেকে বালি গাড়ি বের হয়ে এলে পথ আটকায়। সামনে ছিলেন মহিলারা।

অভিযোগ, বালি খাদানের লোকেরা বাইরে থেকে আগের থেকেই গুন্ডা নিয়ে এসেছিল। ওই লোকেরাই মহিলাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে টাঙ্গি, লোহার রড দিয়ে কারো মাথা ফাটিয়ে দেয় কারো হাত পা ভেঙে দেয়। ঘটনার পর দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থলে যান ভূমি ও ভূমিসংস্কার প্রশাসনের আধিকারিক ও বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ভিলেজ পার্সেন নিয়োগ নিয়ে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ সোস্যাল অডিট ভলেন্টিয়ারদের অগ্রাধিকার না দিয়ে ভিলেজ পার্সেন নিয়োগ করার ক্ষোভে জেলার সাতটি ব্লকের সোস্যাল অডিট ভলেন্টিয়াররা মিছিল করে ঝাড়গ্রাম জেলাশাসকের অফিসে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লকের সোস্যাল অডিট ভলেন্টিয়ার পদে কর্মরত কয়েক শো মহিলা, পুরুষ শহরের পাঁচমাথা মোড় থেকে মিছিল করে জেলাশাসকের কাছে ভিলেজ রিসোর্স পার্সেনের কাজে নিয়োগের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দিতে যান। তবে তাদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলা নোডাল অফিসারের (অডিট) কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর কাছেই স্মারকলিপি জমা দেন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, তারা কাজ না পেলে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে আর্জি জানাবেন। তাতে কাজ না হলে তারা অনশনের মতো আন্দোলনে যাবেন বলে জানিয়েছেন তাদের প্রতিনিধিরা। ঝাড়গ্রাম জেলার সাতটি ব্লকের সোস্যাল অডিট ভলেন্টিয়ারের কাছে নিযুক্ত কয়েক শো মহিলা পুরুষের বক্তব্য, ২০১৩ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি সমীক্ষা করার কাজ করতেন তারা। প্রথমে তারা দৈনিক দুশো টাকা করে পরে তা বেড়ে ৪৮০ টাকা করে পেতেন। দু বছর পর তাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সোস্যাল অডিট ভলেন্টিয়ারের পক্ষ থেকে উজ্জ্বল কুমার সাউ, সাধুচরণ শিটরা বলেন, ভিলেজ রিসোর্স পার্সেন নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল যারা সোস্যাল অডিট ভলেন্টিয়ারের কাজ করেছে তারা অগ্রাধিকার পাবে। অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুর ১৬টি ব্লকে ভিআরপি নিয়োগের ক্ষেত্রে সোস্যাল অডিট ভলেন্টিয়ারদের অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ দেওয়া হলেও ঝাড়গ্রামের মতো জঙ্গলমহল এলাকায় তা হয়নি। এখানে কেবলমাত্র নয়াগ্রাম ব্লকে নেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে ভিআরপি নিয়োগ চলছে। প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকা থেকে পাঁচজনকে নেওয়ার কথা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। আমরা সোস্যাল ভলেন্টিয়ারদের অগ্রাধিকার দিয়ে ভিআরপি নিয়োগ করতে হবে এই দাবি জানিয়ে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিতে এসেছিলাম। জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। জেলা নোডাল অফিসারকে দাবিপত্র দিয়ে এসেছি। এবার আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আর্জি জানাবো। তাতে কাজ না হলে আমরা অনশনের মতো আন্দোলনে যাব। অন্যদিকে এই বিষয়টি জানতে জেলা নোডাল অফিসার (অডিট) কে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেন নি।

মৃত্যু ঘিরে বাড়ছে রহস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর থানা এলাকায় এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম রামেশ্বর পাত্র (রবি) (৪২)। তাঁর বাড়ি রামনগর থানার যশতোঘরী এলাকায়। এদিন দেউলিহাট মার্কেটের কিছু দূরে স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের পাশের পুকুরে বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পেশায় মাংস ব্যবসায়ী রাকেশ বুধবার বিকালে বাড়ি থেকে বেরনোর সময় জানিয়েছিল, তাঁর বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হবে। কোনও একটি জায়গায় মিটিং এবং ফিস্ট খেয়ে বাড়ি ফেরার কথা তাঁর। কিন্তু বৃহস্পতিবার বেলা পেরিয়ে গেলেও তাঁর আর কোনও দেখা মেলেনি। অগত্যা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রামনগর থানায় অভিযোগ জানাতে যাচ্ছিলেন রাকেশের স্ত্রী। রাস্তায় তিনি খবর পান, এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসছে পুকুরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। কিভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

মৃতের পরিবারের দাবি, ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। তবে পুলিশ এদিন রাতের দিকে মৃতদেহটিকে উদ্ধারের পর সেটি কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই পরবর্তী তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

খারাপ ফলে চিন্তা, জোটবদ্ধ লড়াই

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ দলের খারাপ ফলে চিন্তায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই একুশে জুলাই-এর প্লাটফর্মকে ব্যবহার করতে চান জেলা নেতৃত্ব। দলে ভেদাভেদ না রেখে একই সাথে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই-এর বার্তা। একুশে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্মতলা শহীদ সমাবেশে জেলায় প্রচারের পাশাপাশি সমাবেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন রকম খামতি রাখতে চায় না জেলা তৃণমূল। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম শহরের দেবেন্দ্র মোহন হলে প্রস্তুতি সভার ডাক দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ উমা সরেন, জেলা সভাপতি অজিত মাইতি, নবনিযুক্ত ব্লক সভাপতি-সহ জেলার বিভিন্ন বুথের বুথ সভাপতি ও অঞ্চল সভাপতিদের ডাকা হয়। দলীয় নেতৃত্বরা এদিন এলাকার নেতৃত্বদের হাতে দলীয় পোস্টার, ঝান্ডা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ক্যাম্প করে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন।

রজনীগন্ধা চাষে পলিমালচিং পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বহু বছর ধরেই একইভাবে গতানুগতিক চাষ পদ্ধতিতে রজনীগন্ধা ফুলচাষ হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কয়েকটি ব্লকে। রজনীগন্ধা ফুলচাষ একটি অর্থকরী চাষ। তাই স্বাভাবিকভাবেই ফুলচাষিরা এই ফুল চাষে বেশী উৎসাহ অনুভব করেন। গতানুগতিকভাবে চাষ করেও অতিরিক্ত উৎপাদনের আশায় চাষে অত্যাধিক রাসায়নিক প্রয়োগ করে চাষ করার ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি হারানোর ফলে এই রজনীগন্ধার চাষে উৎপাদন কমেছে অনেকটাই। মাঝেমধ্যে মাটি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেটির প্রতিও দৃষ্টি থাকেনা কৃষকদের। তারপর বিভিন্ন রোগসমস্যার কারণে ব্যাহত হয়েছে রজনীগন্ধার উৎপাদন। ফলে চাষিরা লোকসানের মুখ দেখতে শুরু করেন। সেই সমস্যা থেকে উদ্ধারে এবার কৃষকদের পাশে দাঁড়ালো রাজ্যের কৃষি দফতর। রজনীগন্ধার উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে পলিমালচিং পদ্ধতি বা প্লাস্টিক আচ্ছাদিত চাষ প্রক্রিয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। প্রথমে এই পদ্ধতি চাষিরা খুব একটা ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। দু-একজন চাষির সাফল্য দেখে বর্তমানে কিছু প্রগতিশীল রজনীচাষি এই পদ্ধতি অবলম্বনে আগ্রহণ দেখাচ্ছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের বিশেষ করে পিংলা, ডেবরা ব্লকে এই চাষে যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। পলিমালচিং পদ্ধতি বা প্লাস্টিক আচ্ছাদিত চাষটা কি? কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে, পলিমালচিং মূলত গাছের পাশে প্লাস্টিকের পেপারধারা আচ্ছাদিত থাকে। এরফলে গাছের পাশ দিয়ে কোন আগাছা জন্মাবার সুযোগ কম থাকে। চাষের ক্ষেত্র মূলত আগাছা থেকে রোগের উৎপত্তি। বিভিন্ন রোগ বা কীটশত্রুর আক্রমণ হয় গাছের পাশে আগাছা থেকে। এই পলিমালচিং পদ্ধতিতে গাছের পাশে আগাছার প্রাদুর্ভাব কম থাকার কারণে গাছ সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকে। এছাড়া এই পদ্ধতি অবলম্বনে চাষে জল কম লাগে। গাছে দেওয়া ঔষধও কম লাগে। ফলে চাষে কৃষকের হয় সাশ্রয়। এছাড়াও এই পলিথিন পেপারের ক্ষেত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পেপারের উপরিভাগ রংপোলি রং-এর। এছাড়া ভেতরের অংশ কালো। রুপোলি অংশে সূর্যের আলো বিকিরণ হয়। এছাড়াও দেখা গেছে, অনেক

পোকা গাছের পাতার নিম্নভাগে লুকিয়ে থাকে তুলনামূলক অন্ধকার থাকার কারণে। আর এই পলিমালচিং-এ পেপারের উপরিভাগের সূর্যের আলো গাছের পাতার পেছনে আলো বিকিরিত করার ফলে পোকা বাসা বাধার প্রবণতা কম হয়। এছাড়া পলিথিন পেপারের ভেতরের অংশ কালো থাকার কারণে বাইরের তাপমাত্রা কম প্রবেশ করার কারণে মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া এর ব্যবহারে মাটিতে উপকারী ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণুর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সবমিলিয়ে রোগমুক্ত গাছের বাগানে কৃষকের খরচ চাষে যেমন কমে। পাশাপাশি ফুলের ফলন ও গুণমান যথেষ্ট বাড়ে। আর তার ফলে চাষিদের লোকসানে পড়ার সম্ভাবনা কমে। জানা গেছে, প্রথমের দিকে সেইভাবে আগ্রহ না দেখালেও পরে সাফল্যের কথা জানার পরে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা, পিংলা, খড়গপুর ব্লক ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া, কোলাঘাট, শহীদ মাতঙ্গিনী প্রমুখ ব্লকের বহু ফুল চাষি পলিমালচিং পদ্ধতিতে রজনীগন্ধা চাষে উৎসাহ দেখাচ্ছেন। পলিমালচিং ব্যবস্থায় আহামরি কোন খরচ নেই। হিসাব করে দেখা গেছে, একবিঘা পলিমালচিং পদ্ধতিতে রজনীগন্ধা চাষ করতে বিশেষ এই পলিথিন পেপার লাগবে প্রায় ৮০০০ টাকার। তবে দেখা গেছে, এই পদ্ধতি অবলম্বন করে সাশ্রয় হয় শ্রমিকের। এক বছরে প্রায় আনুষঙ্গিক ২০০০০ হাজার টাকা সাশ্রয় হবে।

তবে সম্প্রতি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বেশকিছু ব্লকের কৃষিদপ্তরের আত্মা প্রকল্পের মাধ্যমে বেশকিছু প্রদর্শনীক্ষেত্র করার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। যাতে করে এই উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করে রজনীচাষে আরও উদ্বুদ্ধ করা যায়। পাঁশকুড়া, ডেবরা, পিংলা, খড়গপুর ব্লকে বেশকিছু চাষি এই চাষে নেমেছেন। পিংলা ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা সৌমেন মন্ডল জানান, ২০১৭-১৮ বর্ষে এই ব্লকে ১৫টি পলিমালচিং রজনীগন্ধার প্রদর্শনী ক্ষেত্র করা হয়েছে।

কৃষকদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই প্লাস্টিক পেপার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কৃষকের মাঠে গিয়ে চাষপদ্ধতি হাতেকলমে দেখিয়ে এই চাষে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে আগামীদিনে আরও বেশি করে কৃষিদপ্তর কৃষকদের সহায়তা করবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে চাষিরাও বেশ খুশি। সৌমেনবাবু জানান, এই পদ্ধতিতে পলিমালচিং-এর পেপারের জন্য প্রাথমিক এককালীন খরচ হয় সত্য। তবে এর পরবর্তী সুবিধেগুলি কৃষকেরা পেয়ে থাকেন। কমে শ্রমিক খরচ, ঘাস একপ্রকার না থাকার কারণে রোগসমস্যা কম হয়। ফলে ঔষদের খরচ কমে। এরসাথে রোগমুক্ত গাছ হওয়ার কারণে ফলন বৃদ্ধি ও গুণমান ভালো হওয়ার কারণে দাম বেশিও পান। ফলে কৃষিদপ্তরের আশা এই পদ্ধতি আগামীদিনে সর্বত্র বাড়বে এবং কৃষকেরা সাদরে গ্রহণ করবে।